কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শ্রমজীবী শিশুদের স্কুল

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

হবিগঞ্জের বাহুবলে করাঙ্গী নদীবিধৌত সাতকাপন গ্রাম এলাকায় দরিদ্র লোকের সংখ্যাই বেশি। এর ওপর রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা। এখানকার শিশুদের একটি বড় অংশ লেখাপড়া বাদ দিয়ে বিভিন্ন কাজে-কর্মে জড়িয়ে যায়। এবার শিক্ষা সহজলভ্য করার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী ওই শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ওই গ্রামে আউলিয়া-নূর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

স্থানীয় শ্রমজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী বিশেষ এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন। বিদ্যালয়টি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হবে। নতুন বছর থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে বিদ্যালয়টি। এ লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর গতকাল সোমবার দুপুরে বিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জ্যোতিষ চন্দ্র চন্দ, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হোসেন শাহ, ডিএনআই মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসহাক মিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আউলাদ আহমেদ, বশির আহমেদ প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেয়া চৌধুরী বলেন, বাহুবলের প্রত্যন্ত গ্রাম সাতকাপনের শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে জননেত্রী শেখ হাসিনার শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলো। সমতাভিত্তিক শিক্ষাব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এমপি কেয়া চৌধুরী জানান, শ্রমিজীবী শিশুদের জন্য সারা দেশে ১৪৭টি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট বিভাগে একমাত্র স্কুল এটি। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার জন্য এলাকাবাসী ৩৩ শতক জমি দান করেছে। তিনি তাঁর তহবিল থেকে এক লাখ টাকা অনুদান দিলে সেখানে ঘর তৈরি করা হয়। এখন শিক্ষকসহ অন্যান্য লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। স্কুলটিতে ২৫০ শিশু শিক্ষা নিতে পারবে। ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেওয়ার মধ্য দিয়ে স্কুলের কার্যক্রম শুরু হবে।